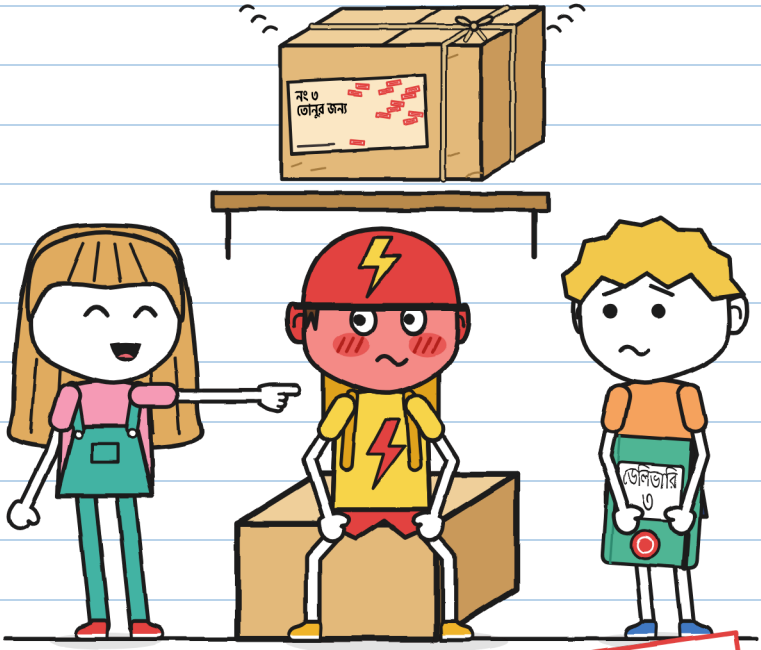
অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

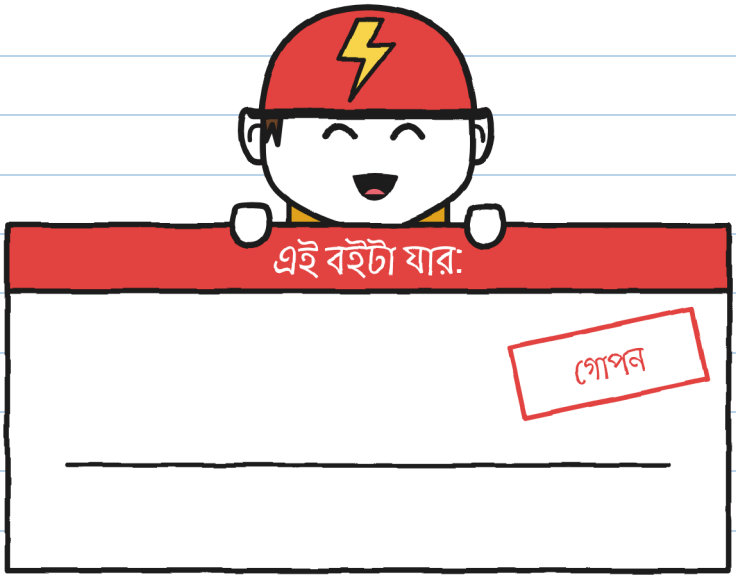
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়" আর "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.



আর আগে আমি পড়ব। -হু.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে। সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় ৭৬ পাতা মেনে চলো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।



৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।

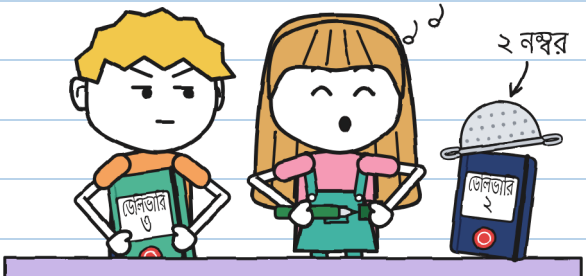


র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ৩
গুনির

গোপন।

“গোপন ”মানে: আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.



২ নম্বর খাতাটা একটাই ঝড়ে শেষ হয়ে গেল। এটা সবুজ, আর এতে দোকানের সিলমোহর আছে। প্রথমে আমারই লেখার কথা ছিল। লিখল হুলিতা।

সাহায্য করতে আমি আগে লিখলাম। ধন্যবাদ লাগবে না। -হু.

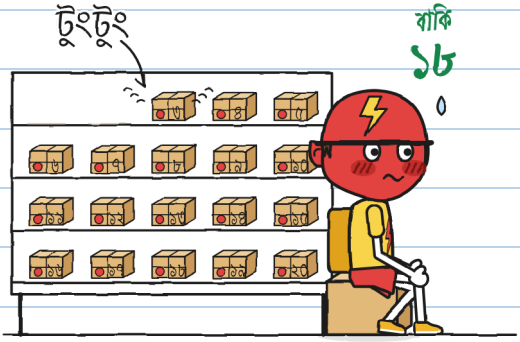
আমি ওকে সাহায্য করতে বলিনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

অধ্যায় ১

টুংটুং

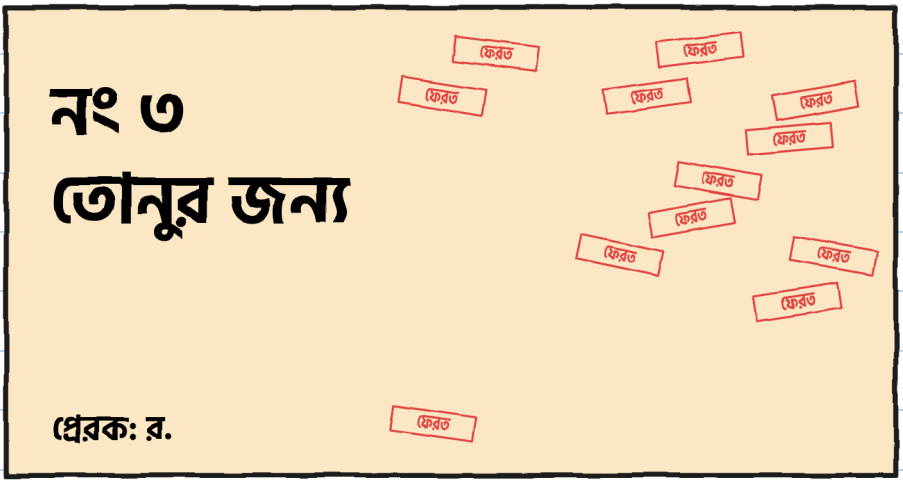
মারা সেই পার্সেলগুলো রাখেন, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। তাকে। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ। বাকি আঠারোটা।

ঝড়ের রাতে আমরা বাড়ি যাচ্ছিলাম। একটা পার্সেল বেজে উঠল।
টুংটুং।



সেটা ছিল ৩ নম্বর। বিজলির তোনিও দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়। সে হেলমেটের রঙে রাঙা হলো।

সই না থাকলে ফেরত পার্সেল ভোর হলে উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। শুধু যে পার্সেলটা নেয়, তার সই চলে। লেবেলে। এমন কালিতে, যা মোছে না। প্রেরক হলো র.: যে ওগুলো পাঠায়।



হুলিতা লেবেলটা পড়তে শুরু করল:
"তো..."
মুখ বন্ধ করল। কথার মাঝখানে ও কখনও চুপ করে না। আমি তোনিওর দিকে তাকালাম। ও লাল হয়ে উঠছিল।

অর্ধেক শব্দ পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.

কেউ কেউ হঠাৎ লাল হয়ে যায়। তোনিও না। সে ভাগে ভাগে লাল হয়। আমি টুকে রাখলাম।

তোনিওর লাল-মিটার



"ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে," তোনিও তাড়াতাড়ি বলল। "ও বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে। আরও একদিন। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।"
বিজলির কেউ এমন কথা বলল, এই প্রথম।

সেই রাতে: ৪। লালে লিখতে চেয়েছিলাম। আমার কাছে শুধু সবুজ। -হু.

"আজ রাতে কিছু খোলা হবে না," মারা বললেন। "আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।"
কেউ হাত দিল না। আবার টুংটুং বাজল।
টুংটুং।
"ওটা দরজা!" হুলিতা বলল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই।

টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন



দরজা | তোনিওর সাইকেল

রবারের ব্যাঙ | নং ৩

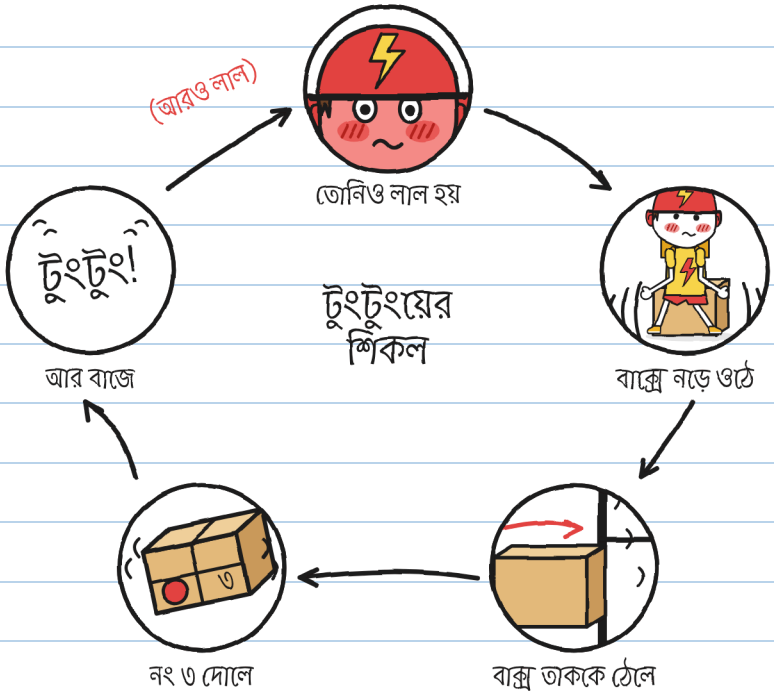
ব্যাঙটা নির্দোষ। আমি ওকে চিনি। -হু.

ফুটপাতে গিয়ে আওয়াজগুলো পরীক্ষা করলাম। বৃষ্টি থেমেছে। দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।



হুলিতা আঙুল নেড়ে "না" বলছিল। কোনোটার আওয়াজ এমন ছিল না।
আমি ঢুকলাম। তোনিও বাক্সে বসে নড়ে উঠল।
টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্সটা তাকের পায়া ছুঁয়ে ছিল।



ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও।
পার্সেলটা নাড়ালে ৩ নম্বরের ভেতরে কিছু একটা বাজে।

আমার মতো। -হু.

তোনিও ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে। সেটা টিকল এইটুকু:

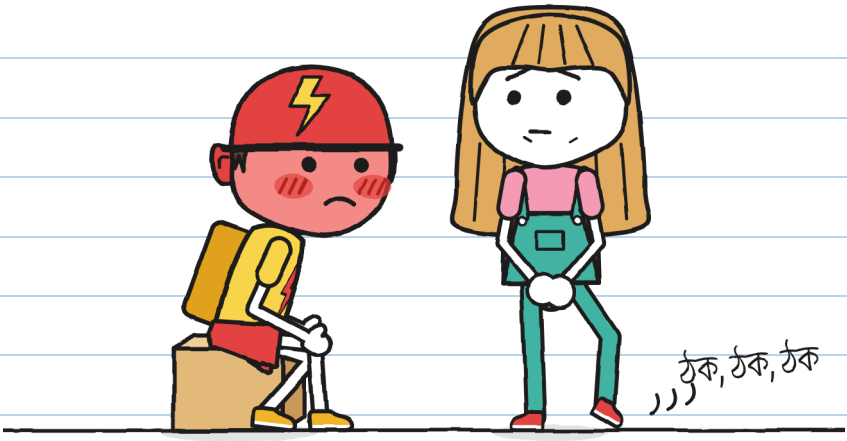


শুধু একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন তাক ঠেলে না। -হু.

এটা কিন্তু ঠেলে।

"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"
খুব আস্তে বলল। ব্যাঙটা আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। ওর অনেক প্রশ্ন ছিল। তোনিও তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে ছিল। হুলিতা তাকে দেখল আর মুখ বন্ধ করল।

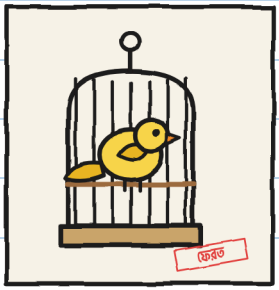


"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," হুলিতা বলল।
ওর কষ্ট হলো। পা নাড়ছিল।

যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.

"আপনি কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।
"বারোবার নিয়ে গেছি। দেখো লেবেলে: রাস্তা নেই, বাড়ির নম্বর নেই, পদবি নেই। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।"

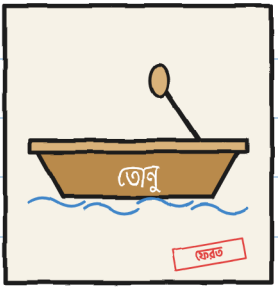
মারার তোনুরা



১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
("আমার তো ইচ্ছেই আছে।")



৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

"আর তোনিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"শেষবার তখনও তোনিওকে চিনতাম না," মারা বললেন, ওর দিকে তাকিয়ে। "ছোটবেলার নামটা কেউ আমাকে বলেনি।"

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করলেন। ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন। যেমন ঘুমোনোর সময় টিয়ার খাঁচা। তোনিওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।
"এই তো। এবার নড়তে পারো।"



তোনিও সাইকেলে চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল। দশ মিনিটে পাড়া পেরিয়ে যেত।
সে আবার বসল।
কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি। ওর বাক্সে পিঠ ঠেকানোর কিছু নেই। আমি একটা এঁকে দিলাম।

কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.

দোকান বন্ধ হলো। তোনিও ছিল সবার শেষে। হেলমেটের ফিতে আঁটছিল।
"মারা। কাল আমি পার্সেলটা নিয়ে কথা বলতে আসব। একান্তে।"
"এই দুজন দোকানেরই লোক।"
তোনিও আমাদের দিকে তাকাল।
"এদের ঠিক আছে। কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"



পার্সেলটা তোনিওর। জানা বাকি, সে ওটা চায় কি না।

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

আমার ভয়টা সেটাই।

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ আছে ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
মারা আর তোনিও হাসে। লাল সাইকেলটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ S · A2
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ M · B1
মারা একটা আওয়াজ করলেন। হাসির মতো শোনাল। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ L · B2
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যার যার সাইজে। টুংটাং একই। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো